

কৃষিকে রূপান্তরিত করা এবং নারীর ক্ষমতায়ন: NAMO ড্রোন দিদি স্কিমে গভীরভাবে ডুব

(NAMO ড্রোন দিদি স্কিম, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দ্বারা চ্যাম্পিয়ান, 15,000 মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে অত্যাধুনিক ড্রোন প্রযুক্তি প্রদান করে, কৃষিতে বিপ্লব ঘটাতে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বৃদ্ধি করে এবং সার সেক্টরে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে ক্ষমতায়ন করতে প্রস্তুত।)



কৃষিতে নারীর ক্ষমতায়ন:

গ্রামীণ ভারতে মহিলাদের ক্ষমতায়নের একটি দূরদর্শী পদক্ষেপে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি NAMO ড্রোন দিদি স্কিম চালু করেছেন, স্থানীয় কৃষি সরবরাহ চেইন এবং গ্রামীণ সমৃদ্ধিতে মহিলাদের অবিচ্ছেদ্য অংশীদার করার ক্ষেত্রে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতি দিয়ে। 30 নভেম্বর ঘোষিত এই যুগান্তকারী উদ্যোগটি 2023-24 থেকে 2025-26 সময়ের মধ্যে 15,000 মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে (SHG) ড্রোন প্রযুক্তি প্রদানের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য কৃষিতে বিপ্লব ঘটানো, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা এবং নারী ও যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা।

কৃষিতে বিপ্লব:

1. কাটিং-এজ ড্রোন প্রযুক্তি ব্যবহার করা

NAMO ড্রোন দিদি স্কিম কৌশলগতভাবে কৃষি পদ্ধতির আধুনিকীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রয়োজনীয়তাকে মোকাবেলা করে। গ্রামীণ নারীদের অত্যাধুনিক ড্রোন প্রযুক্তিতে সজ্জিত করার মাধ্যমে, উদ্যোগটি তাদের গ্রামীণ অর্থনীতির মূল খেলোয়াড়ে রূপান্তরিত করে। ড্রোন, একসময় উন্নত যুদ্ধের প্রতীক, এখন অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের হাতিয়ার হয়ে উঠছে, সামাজিক অগ্রগতির জন্য কীভাবে প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো যেতে পারে তার একটি দৃষ্টান্ত পরিবর্তন করে।

2. কৃষি বিপ্লবের অগ্রভাগে নারীদের অবস্থান

নারীরা, প্রায়শই গ্রামীণ সম্প্রদায়ের মেরুদণ্ড, এখন কৃষি বিপ্লবের অগ্রভাগে অবস্থান করছে। এই স্কিমটি শুধুমাত্র নারীদের অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়ন করে না বরং মালিকানা ও সংস্থার বোধকেও উৎসাহিত করে। ফলস্বরূপ, এটি একটি শক্তিশালী ও উন্নত জাতি গঠনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নারীর ক্ষমতায়নের বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্য রেখে গ্রামীণ সমৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখে।

প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষিতে বিপ্লব ঘটানো:



1. সার সেক্টরে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা

ভারত, দ্বিতীয় বৃহত্তম সার উৎপাদক হওয়া সত্ত্বেও, সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদের কারণে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়, যার ফলে আমদানির উপর প্রচুর নির্ভরতা তৈরি হয়। আত্মনির্ভর ভারত প্রকল্প, সরকারের ব্যাপক কৌশলের অংশ, বন্ধ থাকা সার ইউনিটগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং নতুন স্থাপন করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এটি কৃষকদের জন্য স্থিতিশীল সারের মূল্য নিশ্চিত করে এবং কোভিড-১৯ মহামারী এবং বিশ্বব্যাপী ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা দ্বারা সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে।

2. আদিবাসী গবেষণা এবং গ্রাউন্ডব্রেকিং সমাধান

আত্মনির্ভর ভারত প্রকল্পের লক্ষ্য শুধু সার খাতকে টিকিয়ে রাখা নয়, দেশীয় গবেষণাকে উৎসাহিত করা। এর ফলে তরল ন্যানো সার যুগান্তকারী হয়েছে, যা কৃষিতে স্বনির্ভরতার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ চিহ্নিত করেছে। স্কিমটি বৃহত্তর লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বাহ্যিক উত্সের উপর নির্ভরতা হ্রাস করা এবং কৃষি চ্যালেঞ্জের দেশীয় সমাধান প্রচার করা।

ড্রোন প্রযুক্তি: দক্ষ ফার্টিগেশনের জন্য একটি সমাধান:



1. কিশাণ ড্রোন: বিপ্লবী কৃষি অনুশীলন

কিশাণ ড্রোনের আবির্ভাব কৃষি পদ্ধতিতে একটি অগ্রগতির প্রতিনিধিত্ব করে। এই ড্রোনগুলি কীটনাশক এবং তরল সার স্প্রে করা স্বয়ংক্রিয়ভাবে, সময় বাঁচায় এবং একটি নিরাপদ এবং আরও দক্ষ প্রয়োগ ব্যবস্থা প্রদান করে। NAMO ড্রোন দিদি স্কিম এই প্রযুক্তিটিকে তার কাঠামোর মধ্যে সংহত করে, কৃষি উৎপাদনশীলতার উপর এর প্রভাব বাড়ায়।

2. যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ

নারীর ক্ষমতায়নের বাইরে, এই স্কিমটি যুবকদের জন্য ড্রোন তৈরি, পাইলটিং, মেকানিক্স এবং খুচরা-পার্ট ডিলারশিপে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে। এটি কেবল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে সমর্থন করে না বরং এটি নিশ্চিত করে যে প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সুবিধাগুলি জনসংখ্যার বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়েছে, একটি আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক কৃষি বাস্তুতন্ত্রকে উত্সাহিত করে।

ড্রোন প্রযুক্তির মাধ্যমে ইকুইটি এবং দক্ষতা প্রচার করা:

1. ড্রোন পাইলট হিসাবে মহিলা: কৃষি পারিবারিক সংস্কৃতিকে শক্তিশালী করা

NAMO ড্রোন দিদি স্কিম কৃষিভিত্তিক পারিবারিক সংস্কৃতিতে ইকুইটি এবং শক্তির প্রচার করে। ড্রোন পাইলট হিসেবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারীরা কৃষি উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি শুধুমাত্র জেডার স্টেরিওটাইপগুলিকে ভেঙে দেয় না বরং আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং বৈচিত্র্যময় কৃষি ল্যান্ডস্কেপে অবদান রাখে।

2. কীটনাশক এবং সারের দ্রুত এবং আরও দক্ষ প্রয়োগ

ড্রোনের মাধ্যমে কীটনাশক এবং তরল সার প্রয়োগ কৃষকদের শারীরিক পরিশ্রম থেকে বাঁচায়, একটি দ্রুত এবং আরও কার্যকর পদ্ধতি প্রদান করে। ফলস্বরূপ, এটি উৎপাদনশীল কৃষি কাজের জন্য আরও বেশি সময় দেয়, শেষ পর্যন্ত ফসলের ফলন বৃদ্ধি এবং কৃষকদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে অবদান রাখে।

কেন্দ্রীয় সেক্টর স্কিম: ড্রোনের মাধ্যমে নারী স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন:



1. সামগ্রিক হস্তক্ষেপ এবং সহযোগিতা:

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা কেন্দ্রীয় সেক্টর স্কিমকে অনুমোদন করেছে যার ব্যয় ধরা হয়েছে। 2024-25 থেকে 2025-26 সময়ের জন্য 1261 কোটি। এই প্রকল্পে নারী SHG এবং লিড ফার্টাইলাইজার কোম্পানি (LFCs) সহ কৃষি ও কৃষক কল্যাণ বিভাগ, গ্রামীণ উন্নয়ন বিভাগ, এবং সার বিভাগের সম্পদ এবং প্রচেষ্টাকে একত্রিত করে সামগ্রিক হস্তক্ষেপ জড়িত।

2. আর্থিক সহায়তা এবং প্রশিক্ষণ:

এই স্কিমটি ড্রোন এবং আনুষঙ্গিক খরচের 80% কেন্দ্রীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান করে, সর্বোচ্চ টাকা পর্যন্ত। ড্রোন কেনার জন্য মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে আট লাখ টাকা। অতিরিক্তভাবে, স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির ক্লাস্টার লেভেল ফেডারেশন (CLFs) 3% সুদের সহায়তা সহ ন্যাশনাল এগ্রিকালচার ইনফ্রা ফাইন্যান্সিং সুবিধার অধীনে ঋণ হিসাবে ব্যালেন্সের পরিমাণ বাড়াতে পারে। প্রশিক্ষণ একটি মূল উপাদান, নির্বাচিত সদস্যদের 15-দিনের প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে, যার মধ্যে রয়েছে ড্রোন পাইলট প্রশিক্ষণ এবং পুষ্টি ও কীটনাশক প্রয়োগের জন্য কৃষি-কেন্দ্রিক প্রশিক্ষণ।

3. সীসা সার কোম্পানির মাধ্যমে ফাঁক পূরণ করা:

ড্রোন সংগ্রহ, মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে SHGগুলি যে সম্ভাব্য সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে তা স্বীকার করে, লিড ফার্টাইলাইজার কোম্পানি (LFCs) একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা ড্রোন সরবরাহকারী কোম্পানি এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির মধ্যে একটি সেতু হিসাবে কাজ করে, প্রযুক্তি এবং সহায়তার একটি মসৃণ প্রবাহ নিশ্চিত করে।

পরিকল্পিত প্রভাব এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা:

NAMO ড্রোন দিদি প্রকল্পটি 15,000 SHG-কে টেকসই ব্যবসা এবং জীবিকা সহায়তা প্রদান করবে বলে আশা করা হচ্ছে। লক্ষ্য হল এই গোষ্ঠীগুলির জন্য কমপক্ষে টাকা অতিরিক্ত আয় করা। বছরে এক লাখ টাকা। অর্থনৈতিক সুবিধার বাইরে, এই স্কিমটি কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তি সংযোজন করে, উন্নত দক্ষতা, বর্ধিত শস্যের ফলন এবং কৃষকদের জন্য কর্মক্ষম খরচ কমানোর প্রতিশ্রুতি দেয়।

NAMO ড্রোন দিদি - কৃষি রূপান্তরের জন্য একটি অনুঘটক:

উপসংহারে, NAMO ড্রোন দিদি স্কিমটি নারীর ক্ষমতায়নের প্রতিশ্রুতির সাথে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের সংমিশ্রণে কৃষি রূপান্তরের জন্য একটি অনুঘটক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। কৌশলগতভাবে ড্রোন প্রযুক্তিকে কৃষি ল্যান্ডস্কেপে সংহত করার মাধ্যমে, উদ্যোগটি শুধুমাত্র তাৎক্ষণিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে না বরং গ্রামীণ সম্প্রদায়ের জন্য আরও টেকসই এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ভবিষ্যতের পথও প্রশস্ত করে। এই স্কিমটি উন্মোচিত হওয়ার সাথে সাথে, নারী, যুবক এবং কৃষকদের জীবনে এর প্রভাব একটি প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত এবং সামাজিকভাবে ন্যায়সঙ্গত কৃষিক্ষেত্রের দিকে ভারতের যাত্রায় সাফল্যের আলোকবর্তিকা হয়ে উঠতে প্রস্তুত।

